কেন ব্যালিস্টিক মিসাইল বর্তমান সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র



সংগৃহীত ছবি

ব্যালিস্টিক মিসাইল হলো একটি রকেটচালিত যুদ্ধাস্ত্র। চলমান ইরান-ইসরাইল যুদ্ধসহ সাম্প্রতিক সময়ের সকল ছোট-বড় যুদ্ধে ব্যালিস্টিক মিসাইলের ব্যবহার চোখে পড়ার মতো। দূরদূরান্তে থাকা শত্রুর শত্রুর ঘাঁটিতে আকাশপথে হামলা করার জন্যই অধিক হারে ব্যালিস্টিক মিসাইল ব্যবহার করছে দেশ ও সশস্ত্র সংগঠনগুলো।

ব্যালিস্টিক মিসাইল একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথ অনুসরণ করে লক্ষ্যে গিয়ে আঘাত করে। এটি মূলত তিনটি ধাপে কাজ করে, শক্তিশালী রকেট ইঞ্জিন ব্যবহার করে মিসাইল উৎক্ষেপণ করা হয় এবং মিসাইলটিকে দ্রুত ওপরে উঠতে থাকে। এটি মাটি থেকে মহাকাশের দিকে যায়। শক্তিশালী রকেট থ্রাস্ট ব্যবহার করে নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছায়।মিসাইলটি মহাকাশের সীমানায় পৌঁছানোর পর এটি কিছু সময় নির্ভরতাহীনভাবে চলে। এই সময়ে এটি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের বাইরে থাকে এবং লক্ষ্যবস্তু হিসেব করে নিজেকে অবস্থান অনুযায়ী ঠিক রাখে। শেষে মিসাইলটি লক্ষ্যবস্তুতে ফিরে আসার জন্য পৃথিবীর দিকে নামে। মাধ্যাকর্ষণ বলের সাহায্যে এটি দ্রুত নিচে নামে এবং উচ্চ গতিতে টার্গেটে আঘাত করে। এই ধাপে এটি ভীষণ গতিসম্পন্ন ও ধ্বংসাত্মক হয়।

ব্যালিস্টিক মিসাইল স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ পাল্লার হতে পারে। আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক মিসাইল (ICBM) ৫,৫০০ কি:মি: বা তার বেশি দূরত্বে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম। অনেক ব্যালিস্টিক মিসাইলে নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড বহনের সক্ষমতা থাকে, যা এটিকে ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক অস্ত্র করে তোলে। তাছাড়া ব্যালিস্টিক মিসাইলের ন্যাভিগেশন সিস্টেম অত্যন্ত উন্নত; এতে সাধারণত একটি ইনর্শিয়াল গাইডেন্স প্রযুক্তি ব্যবহার করে। কিছু মিসাইলে জিপিএস এবং স্যাটেলাইট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও যুক্ত থাকে।

বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, চীন, ভারত, উত্তর কোরিয়া সহ কয়েকটি দেশের কাছে ব্যালিস্টিক মিসাইল প্রযুক্তি রয়েছে। বর্তমান সময়ে এটি শুধু প্রতিরক্ষা নয়, শক্তিশালী দেশগুলোর রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতীক হিসেবেও বিবেচিত হয়। তার পাশাপাশি ব্যালিস্টিক মিসাইল প্রতিরোধে এখন বহু দেশ অ্যান্টি-মিসাইল সিস্টেম তৈরি করেছে, যেমন ইসরায়েলের আয়রন ডোম বা যুক্তরাষ্ট্রের THAAD সিস্টেম।